ডেটলাইন ২০২০

গ্যাসশূন্য বাংলাদেশ

বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস দিয়ে বাংলাদেশ বড়জোড় ২০২০ সাল পর্যন্ত চলতে পারবে। তারপর দেশ গ্যাস সংকটে পড়তে পারে। সরকারের উপর পাইপ লাইনে ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য চাপ বাড়ছে। সীমিত রিজার্ভ রপ্তানি করে বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি করে? গ্যাসহীন বাংলাদেশ ভয়াবহ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে জাতিকে ... অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**

বিএনপি নির্বাচনের আগে বলত তারা জান দেবে, তবু গ্যাস দেবে না। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তারা গ্যাস রপ্তানির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মাননীয় স্পিকার আমি জানতে চাই বর্তমান সরকার কার স্বার্থে দেশের স্বার্থ ভূ-লুণ্ঠিত করে গ্যাস পাইপ লাইনে রপ্তানি করতে চায়।

- মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

আমরা এখনও গ্যাস রপ্তানির কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি মাননীয় স্পিকার। গ্যাসের প্রশ্নে আমরা দুটি জাতীয় কমিটি করেছি দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। রিপোর্ট পেলে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবো গ্যাস নিয়ে কি করা যায়। বিগত বিএনপি সরকারের সময় তিনটি, এরশাদ সরকারে সময় একটি পিএসসি স্বাক্ষর হয়েছিল। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ৬টি পিএসসি ও ৩টি অনুচুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রশ্ন হলো আওয়ামী লীগ এতগুলো পিএসসি স্বাক্ষর করলো কেন? তারা এতগুলো পিএসসি স্বাক্ষর করেছিল বলেই আজ গ্যাস রপ্তানির জন্য আমাদের ওপর চাপ আসছে। মাননীয় স্পিকার তাদের সময় মাগুরছড়া দুর্ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটিও হয়েছিল। সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ৫ বছর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কেন সেটা জানারও প্রয়োজন।

- মোশাররফ হোসেন, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

আমাদের সময় বাংলাদেশের ভেতর ওপেন বিডিংয়ের মাধ্যমে গ্যাস ব্লক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিদেশী কোম্পানিগুলো এখানে বিনিয়োগ করেছে। আমরা গোপনে আমেরিকায় গিয়ে কোনো চুক্তি করিনি। আমরা কোনো গোপন চুক্তি করিনি। আমি বলেছি ৫০ বছরে রিজার্ভ নিশ্চিত হওয়ার পর গ্যাস রপ্তানির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। বিল ক্লিনটন যখন বাংলাদেশে এসেছিল তার সামনেও আমি একই কথা বলেছি।

- শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী

জাতীয় সংসদে ৮ জুলাই রাতে গ্যাস বিষয়ে আলোচনাকালে তারিখে উপরোক্ত ব্যক্তিরা এসব মন্তব্য করেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং গ্যাস নিয়ে অনেক কথা বললেন ঠিকই কিন্তু মূল দু/তিনটি বিষয় হয়তো তারা ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন। শেখ হাসিনা বা মোহাম্মদ নাসিম বর্তমান জ্বালানি মন্ত্রীর কাছে জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র নিয়ে কিছু জানতে চাইলেন না। তারা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না নিজেদের গ্যাস ক্ষেত্র জালালাবাদকে কেন বিগত বিএনপি সরকার ইউনোক্যালের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই গ্যাস ক্ষেত্রে ২২শ'

মিলিয়ন ডলারের গ্যাস ছিল। বাপেক্স নিজেই কূপ করে জালালাবাদের গ্যাস তুলতে পারত। তা না করে কোনো বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য পিএসপি স্বাক্ষর করা হয়? আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে এই প্রশ্ন যেমন করলো না বা এড়িয়ে গেল তেমনি বিএনপিও আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।

অন্যদিকে বর্তমান জ্বালানিমন্ত্রী আওয়ামী লীগের কাছে জানতে চাইলেন না পিএসসি অনুযায়ী দেশের স্বার্থ কতটা রক্ষা করা হয়েছে? কেননা তাদের সময়ই দেশে মডেল পিএসসি হয়। কেন দেশের গ্যাস বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রায় কিনতে হচ্ছে? অক্সিডেন্টাল পিএসসি লঙ্ঘন করার পরও কেন '৯৮ সালে চুক্তি বাতিল করলো না? বরং তাদের সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি চুক্তিতে গেল?

এমন মূল বিষয় দু'দলের নেতা/নেত্রীই এড়িয়ে গেলেন। কারণ এ সকল বিষয়ের সঙ্গে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় জড়িত। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের সঙ্গে জ্বালানির সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা যতভালো সে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোও ততটাই ভালো। বাংলাদেশে গ্যাস প্রাপ্তির ইতিহাস পুরনো হলেও দেশে জ্বালানির নিরাপত্তা তৈরি হয়নি। মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ গ্যাস আসে দেশের পুরনো গ্যাস ক্ষেত্র থেকে। অর্থাৎ দেশে আগে থেকে গ্যাস থাকলেও কোনো সরকারই জ্বালানি নিরাপত্তা তৈরি করতে সচেষ্ট হয়নি। অন্যদিকে বিগত ১০ বছরে বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করে। বিদেশী কোম্পানিগুলোর তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে গ্যাস বা তেল পাওয়া গেলে তার ব্যবহার কি হবে। এ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকায় গ্যাস রপ্তানির সম্ভাব্যতা নিয়েও কথা ওঠে। বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হবার পর গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি জোরালোভাবে সামনে আসে। যে বিষয়টি এখন জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, সভা-সেমিনার চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার গ্যাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান নেয়নি।

বাংলাদেশে গ্যাসের মজুত

গ্যাস রপ্তানির বিষয়ের সঙ্গে গ্যাসের মজুতের বিষয়টিও সামনে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক ২০০১-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১৩.৭৯ টিসিএফ। পরিসংখ্যা ব্যুরোর হিসেবে বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রকে হিসেবে ধরা হয়নি। মৌলভীবাজার ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট পরিমাণ ২.৮০১ টিসিএফ। পেট্রোবাংলা ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের মজুতের পরিমাণ সংশোধন করায় বর্তমানে ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫.৫০৭ টিসিএফ। পেট্রোবাংলার ২০০১ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়,

> 'পাইপ লাইনে বিবিয়ানা থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করলে শুধু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই নয়, আমার ধারণা আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ও ডেকে আনা হবে'
>
> **ড. বদরুল ইমাম**
> শিক্ষক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ৪.৫ টিসিএফ। পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী দেশে বাকি উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১১.০০ টিসিএফ। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৩ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল বাংলাদেশে মোট ১১ টিসিএফ গ্যাসের মজুত রয়েছে। আরও ৮ টিসিএফ আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এ হিসেবে গ্যাসের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলিয়ে রিজার্ভ ধরা হয়েছিল ১৯ টিসিএফ। যদিও মন্ত্রী, আমলা, সাবেক আমলা ও বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের গ্যাসের মজুত সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছেন। তারা কতটুকু তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে এ সকল বক্তব্য দিচ্ছেন বা দিয়েছেন তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা প্রচুর গ্যাস আছে এই ধারণা বা বক্তব্যকে মানছেন না। দেশী বিশেষজ্ঞদের ধারণা বাংলাদেশে মোট ২০ টিসিএফ গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. বদরুল ইমাম সাক্ষাৎকারে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছিলেন, বাংলাদেশে প্রমাণিত গ্যাস মজুদ প্রায় ৭ টিসিএফ। আর প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মজুদের যোগফল ১১.৫ টিসিএফ। সরকার বাংলাদেশে গ্যাসের বর্তমান মজুত সম্পর্কে জানতে একটি জাতীয় কমিটিও করেছে। একটি সূত্রানুযায়ী জানা গেছে, জাতীয় কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছে সর্বমোট মজুতের পরিমাণ ১৫ টিসিএফের কিছু বেশি। যদিও এই কমিটির সদস্যরা দুই ভাগে বিভক্ত। এই কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'কমিটির মধ্যে মোটামুটি যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষের তারা বলছেন মজুতের পরিমাণ ১৫.৫ টিসিএফ। গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষের গ্রুপ বলে পরিচিতরা দেশের মোট রিজার্ভকে ১২ টিসিএফের বেশি বলে মানতে চাইছেন না। যারা বলছেন ১২ টিসিএফ তাদের মতামতকে জাতীয় গ্যাস মজুত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। আবার এভাবেও বলা যায় তারা শেষের দিকে আর মিটিংয়ে আসেননি, যোগাযোগও করেননি। জানা যায়, মজুত কমিটির সদস্য ডঃ মোঃ তামিম, ডঃ ইজাজ হোসেন, ডঃ এডমুন্ড গোমেজ গ্যাস রপ্তানির পক্ষের লোক বলে পরিচিত। অন্যদিকে ডঃ খলিলুর রহমান চৌধুরী, ডঃ ওবায়দুল্লাহ রপ্তানির বিপক্ষের বলে পরিচিত। অদ্ভুত ও মজার ব্যাপার হলো দু'পক্ষ রিজার্ভ নিয়ে একমত হতে পারেননি মাত্র তিন টিসিএফ বা তার বেশি কিছু গ্যাস নিয়ে। দু' পক্ষের হিসেবের যতটুকু ব্যবধান ঠিক ততটুকু গ্যাস অর্থাৎ তিন টিসিএফ এই মুহূর্তে ইউনোক্যাল পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতে রপ্তানি করতে চাচ্ছে। বর্তমান রিজার্ভ কমিটিও রিজার্ভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ বদরুল ইমাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মজুত কমিটির রিপোর্ট বিতর্কিত। কমিটির সদস্যদের মাঝে ভিন্নমত ছিল সেটা গ্রহণ করা হয়নি। মজুত কমিটিকে দেশের প্রমাণিত গ্যাস মজুদ নির্ধারণ করতে বলা হলেও কমিটি প্রমাণিত গ্যাস মজুদকে আলাদা করে দেখাতে রাজি হয়নি। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দু'জন সদস্যের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও কমিটি প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদ এক সঙ্গে করে দেখায়। মজুত কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুদ্দিন আহমদ খলিলুর রহমানদের মতকে উপেক্ষা করে এক পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সরকারের উচিত নয় এই রিপোর্ট গ্রহণ করা। এ বিষয়ে বুয়েটের ভিসিও মজুদ কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। শেষের দিকে ডঃ ওবায়দুল্লাহ ও ডঃ খলিলুর রহমান চৌধুরী কারও সঙ্গে দেখা করেননি। আমরা সর্বোচ্চ সততা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছি। দেশের জিডিপি দেখে গ্যাসের চাহিদা নির্ধারণ করেছি। রিকভারি ফ্যাক্টর নিয়ে একমত হতে পারলে ভালো হতো। ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় চাহিদায় গ্যাসের প্রয়োজন হবে ৬০ থেকে ১২০ টিসিএফ। এত গ্যাস

আমাদের নেই। সুতরাং এখানে রিজার্ভ ১২ না ১৫ টিসিএফ সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যই পর্যাপ্ত গ্যাস নেই। যেটা নিয়ে এখনই চিন্তা ভাবনা করা উচিত।' মজুদ কমিটির অপর আরেকজন সদস্য মজুত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে দিন গ্যাস শেষ হয়ে যাবে, সেদিনই কেবল জানা যাবে দেশে আসলে কি পরিমাণ মজুদ ছিল। এই মন্তব্যটি মজুত কমিটির রিপোর্টেও ঠাঁই পেয়েছে বলে জানা যায়। দেশে গ্যাসের মজুত সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন পেট্রোবাংলার হিসাবকেই সঠিক ধরে নেয়া উচিত। সে হিসেবে গ্যাসের নীট মজুদের পরিমাণ ১১.৬১ টিসিএফ।

১৯৯৯ সালে শেল কোম্পানি তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছে বাংলাদেশে মোট অনাবিষ্কৃত ও আবিষ্কৃত গ্যাস রিসোর্সের পরিমাণ ৩৮.০ টিসিএফ। এর মধ্যে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ ১৩ টিসিএফ।

'তারা একথা স্পষ্ট করে বলেন না গ্যাস রপ্তানির মোট আয় থেকে বাংলাদেশ নীট কত টাকা পাবে? সে টাকা দিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে ১৯৯৮ সালে মাথাপিছু আয় ৩৫০ ডলার থেকে মধ্যম আয়ের দেশের গড় মাথাপিছু আয়ে উন্নীত করবে?'

ড. নূরুল ইসলাম
পরিচালক, আইএটি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২৫ টিসিএফ। শেল অবশ্য বলেনি কোন কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ১৩ টিসিএফ উত্তোলনযোগ্য। অন্য ২৫ টিসিএফ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে, পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা সেটাও বলেনি। ইউনোক্যাল ২০০০ সালের মার্চে এবং ২০০১ সালে এপ্রিল মাসের তাদের প্রকাশনার উল্লেখ করে বাংলাদেশে মোট গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ৩৪.২ থেকে ৫১.৫ টিসিএফ। ইউনোক্যাল ২১টি আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রে মোট গ্যাসের পরিমাণ ধরেছে ১৬.১ টিসিএফ। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র সমূহের ফিল্ড গ্রোথের মাধ্যমে ধরা হয়েছে ১২.৮ টিসিএফ। অনাবিষ্কৃত এলাকায় সম্ভাবনাময় মোট গ্যাসের পরিমাণ তারা দেখিয়েছে ৫.৩ টিসিএফ। অনাবিষ্কৃত এলাকায় ৯০% অধিক সম্ভাবনায় এই গ্যাস রিসোর্স পাওয়া যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের হিসাব অনুসারে সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত গ্যাস প্রাপ্তির গড় পরিমাণ ৩১.৮১ টিসিএফ। নরওয়েও হাইড্রোকার্বন সেলের জরিপ অনুসারে দেশে সম্ভাব্য গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে ৪১ টিসিএফ। যদিও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা এই রিপোর্টটি গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে ডঃ বদরুল ইসলাম বলেন, 'শেল বা ইউনোক্যাল বা যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে বা নরওয়ে ইউনিটদের উপরোক্ত অনাবিষ্কৃত সম্ভাব্য গ্যাসের হিসাব নেহাতই জল্পনা ভিত্তিক এবং তা মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত তথ্য থেকে করা হয়নি বরং তা ধারণাভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহার করে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে করা হয়।' যতদূর জানা যায়, বর্তমানে জাতীয় গ্যাস মজুদ কমিটিও এই রিপোর্টটি দেখার পর বিবেচনায় নেননি। পেট্রোবাংলা যেহেতু গ্যাসের ব্যাপারে সরকারের একমাত্র সংস্থা, সুতরাং তাদের হিসাবের ওপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতের গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

গ্যাসের চাহিদা ও বাস্তবতা

বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বায়োমাস জ্বালানি বৃদ্ধি করে ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণের কোনো সম্ভাবনা নেই। দেশের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদের মধ্যে গ্যাসই প্রধান। দেশের বিদ্যুৎ স্থাপনা, শিল্প কলকারখানার অধিকাংশই গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে গ্যাসের ওপর নির্ভর করে দেশে সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে গ্যাস আছে কত? চাহিদা কত? এ বিষয়ে মজুত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'রিজার্ভ নিয়ে যেহেতু ভিন্নমত আছে সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি গ্যাসের রিকভারেবল রিজার্ভ ১২ অথবা ১৫ টিসিএফ। গত ২০ বছরে গড় অর্থনীতির অগ্রগতির (GDP) হার ৪.৫৫%। একই সঙ্গে গ্যাসের গ্রোথ রেট বৃদ্ধির হার ৬.৭%। ২০৫০ সাল পর্যন্ত একই হারে জিডিপি ও গ্যাসের গ্রোথ রেট (Business as usual) বাড়লে ২০৫০ সাল নাগাদ গ্যাস প্রয়োজন হবে ৬৫ থেকে ৭০ টিসিএফ। আবার ভবিষ্যতে যদি জিডিপিও গ্যাসের গ্রোথ রেট গত ২০ বছরে তুলনায় কমে যায় (Low Economic Senario) অর্থাৎ জিডিপিও গ্রোথ রেট ৩% ধরলে ২০৫০ সালে গ্যাস দরকার হবে ৪০ থেকে ৪৫ টিসিএফ। ৭% হারে বাড়লে প্রয়োজন হবে ১৪০-১৫০ টিসিএফ গ্যাস।'

বাংলাদেশে এখন প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা ১১শ' মিলিয়ন কিউবিক ফিট। এই গ্যাসের অধিকাংশই বিদ্যুৎ স্থাপনা, সারকারখানা ও সিমেন্ট কারখানার কাজে লাগছে। মোট জনসংখ্যা ৪ ভাগ মানুষ গ্যাস সুবিধার আওতায় রয়েছে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম তার 'জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' দেশের বিভিন্ন গ্যাস ব্যবহারকারী সেক্টরের ৫০ বছরের চাহিদা দেখিয়েছেন ৬৩ টিসিএফ। এরমধ্যে ৩৯.৭৯ টিসিএফ বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ৪.৭৫ টিসিএফ সার উৎপাদনে, ১৩.৫২ টিসিএফ শিল্পকারখানার জ্বালানি এবং ৪.৯৩ টিসিএফ গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজন

‘অবাক লাগে জালালাবাদ গ্যাস আমরা কেন উত্তোলন করতে পারলাম না’

অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহমদ
ভিসি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। চেয়ারম্যান, জাতীয় গ্যাস মজুদ কমিটি

সাপ্তাহিক ২০০০ : কমিটি গঠনের পর মূলত কি প্রতিক্রিয়া ও উদ্দেশ্য নিয়ে এর কাজ শুরু হয়।

অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহমদ : এ কমিটির কার্য প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিলো দেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, এবং উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা। এছাড়া গ্যাসের অতীত, বর্তমান চাহিদা পর্যালোচনা করে এর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা।

২০০০ : রিপোর্ট তৈরির উপাত্তগুলোর জন্য কমিটি কাদের তথ্যের ওপর নির্ভর করেছিল।

নূরউদ্দীন : এই কমিটির সরেজমিনে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিলো না। দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ থেকে জরিপ কাজ করবার জন্য বিভিন্ন টিম এসেছিলো, যেমন জার্মানি, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং সর্বশেষ নরওয়ে থেকে টিম এসেছিল। এ ধরনের কাজ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সর্বশেষ উপাত্ত ব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতা কমিটির ছিলো।

২০০০ : প্রাপ্ত উপাত্তগুলোর মধ্যে কাদের ফলাফলকে আপনার কাছে অধিক গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে।

নূরউদ্দীন : আসলে গ্যাসের সঠিক মজুদ অনুমান করা বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়। তাই দেখা গেছে, বিভিন্ন টিমের দেয়া উপাত্তগুলো বিভিন্নরকম। গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে আমি মনে করি সঠিক তথ্য তখনই পাওয়া যাবে যখন সব গ্যাস উত্তোলন করা শেষ হয়ে যাবে।

২০০০ : আপনি যে কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন সে কমিটির সব সদস্যের মতামতের ভিত্তিতেই তো এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে?

নূরউদ্দীন : নয় সদস্যের এই কমিটির সবাই একই বিষয় নিয়ে কাজ করেনি, পুরো কমিটিকে প্রাথমিক অবস্থায় তিনটি সাব কমিটিতে ভাগ করা হয়। কমিটিগুলোর কাজ ছিলো ডিমান্ড প্রজেকশন তৈরি, মজুদ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং অনবিষ্কৃত গ্যাসের অনুমেয় তথ্য প্রদান। এর মধ্যে অবশ্য মজুদ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরিতে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়, তবে range নির্ধারণের মাধ্যমে আমরা সবাই এক মতে পৌঁছাতে পেরেছি।

২০০০ : গ্যাসের ব্যবহার নির্ধারণ করার জন্য কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিলো?

নূরউদ্দীন : চাহিদা বের করবার জন্য আমরা মূলত ‘GDP’কে গ্যাস ব্যবহারের সূচক হিসেবে ব্যবহার করেছি। এর প্রেক্ষিতে দেখা যায়, বাংলাদেশের অতীত ‘GDP’ ছিলো ৩.০০, বর্তমানে ৪.৫৫ আর ভবিষ্যতে অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ এটা হতে পারে ৬ আর খুব ভালো হলো ৭। এভাবে যদি গ্যাস চাহিদা বের করা হয় তাহলে দেখা যায়, আমাদের মোট চাহিদা হতে পারে ৬০-১২০ টিসিএফ। আর তাই মজুদ নির্ধারণে যে মতৈক্য দেখা দেয় তার প্রভাব এক্ষেত্রে খুবই কম।

২০০০ : কমিটির হিসেবে দেশে গ্যাসের মজুদ কত?

নূরউদ্দীন : মজুদ নির্ধারণের যে সাব-কমিটি ছিলো তাদের মাঝে কেউ কেউ মনে করেছেন ১১.৫ আর কেউ মনে করছেন ১৫ টিসিএফটি, তবে ডিমান্ড প্রজেক্টশন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে এর কোনোটাই খুব একটা প্রভাবিত করবে না। কারণ পার্থক্যটাই খুব কম।

২০০০ : বাংলাদেশে গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহারগুলো কি হতে পারে।

নূরউদ্দীন : গ্যাসের মাধ্যমে আসলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। যেমন– খুলনা পাওয়ার প্ল্যান্ট ছাড়া দেশের অধিকাংশ পাওয়ার প্ল্যান্টই হচ্ছে গ্যাস চালিত। আজকে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা হচ্ছে, এর প্রধান কারণই তো আমি মনে করি আমরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সার

হবে। পেট্রোবাংলার হিসেব মতে আগামী ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ বছরে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ করেছেন যথাক্রমে ৪.৮৪, ১৩.৭১, ২৬.৭৬, ৪৩.৬৮ এবং ৬৩ টিসিএফ। পেট্রোবাংলা, জাতীয় গ্যাস মজুত কমিটি ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে ধারণা করা যায় জিডিপি ৪.৫৫% হারে বৃদ্ধি ধরলে ও ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে গ্যাসের প্রয়োজন হবে ১৬.৮ থেকে ২০ টিসিএফ। অথচ রিকভারেবল রিজার্ভ রয়েছে ১২ বা ১৫.৫ টিসিএফ। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায় ২০২০ সাল পর্যন্ত চলার মতো গ্যাস এখন বাংলাদেশের হাতে নেই। যদিও বা রিকভারেবল রিজার্ভ দ্বারা ২০২০ সাল পর্যন্ত চলে পরবর্তী সময়ে গ্যাসের চাহিদা কি দিয়ে পূরণ হবে? এটা এখন বিরাট একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যারা গ্যাস রপ্তানির কথা বলেন তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন চাহিদা পূরণ করার মতো গ্যাস দেশে নেই। এখন পর্যন্ত যতটুকু গ্যাস আছে তা নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায়ও কম। এ অবস্থায় গ্যাস রপ্তানি করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার বুলি কতটা বিবেচনা প্রসূত সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

প্রসঙ্গ গ্যাস রপ্তানি

গত বছর সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পেট্রোলিয়াম সেক্টরের একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, গ্যাস-তেল একটি জাতির উন্নতি যেমন সাধন করতে পারে, তেমনি ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে। এটা নির্ভর করছে আপনি কিভাবে গ্যাসের বা তেলের ব্যবহার করছেন। ১৯৯৮ সালে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পর থেকেই মূলত গ্যাস রপ্তানির আলোচনা জোরে-সোরে শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় গ্যাসের ৭৫% গ্যাস আসে নিজেদের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে। বাকি ২৫% আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির আবিষ্কৃত সাঙ্গু ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড থেকে। বিবিয়ানা আবিষ্কার হওয়ার পর ইউনোক্যাল সরকারের কাছে গ্যাস বিক্রির জন্য চাপ দিতে থাকে। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের সরবরাহ থাকায় ইউনোক্যাল বিবিয়ানার গ্যাস ন্যাশনাল গ্রিডে দিতে ব্যর্থ হয়। তখন থেকেই ইউনোক্যাল বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানির কথা বলে আসছে। এলক্ষ্যে তারা সভা-সেমিনারেরও নিয়মিত আয়োজন করে। ইউনোক্যালের যুক্তি হলো তারা ব্যবসা করতে এসেছে বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্রুত তুলে নেয়াই তাদের লক্ষ্য। প্রোডাকশন শেয়ারিং চুক্তি অনুসারে কোনো গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবার পর গ্যাস ক্রয়ের জন্য সরকার প্রথম সুবিধা পাবে। সরকার গ্যাস কিনতে ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো স্থানীয়ভাবে গ্যাসের বাজার খুঁজে গ্যাস বিক্রি করবে। অথবা তারা গ্যাসকে এলএনজি করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে। পিএসসিতে এ কথাগুলো পরিষ্কার লেখা আছে। কিন্তু ইউনোক্যাল পিএসসি’র পথ অনুসরণ না করে সরকারের ওপর বিভিন্ন ফোরাম থেকে চাপ প্রয়োগ করাতে থাকে। যা এখনও চলছে। পাশাপাশি ইউনোক্যাল প্রচারণা চালাচ্ছে গ্যাস রপ্তানি করে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হতে পারে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০ বছরে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার বা ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারবে। এবং বিবিয়ানা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পাইপ লাইনে

তৈরি করতে পারছি। বাসাবাড়িতে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে, গাড়িতেও আজকাল গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে সারাদেশে অর্থাৎ গ্রামগঞ্জে গ্যাস দেয়া হয়তো বাস্তবসম্মত হবে না, সে ক্ষেত্রে বট্‌ল গ্যাসের (LPG) সুবিধা তৈরি করা যেতে পারে। এমনি নানাবিধ কাজে গ্যাসকে ব্যবহার করা সম্ভব আর যা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করছে আমাদের মতোই আরেকটি কমিটি।

গ্যাসের আরেকটি বড় ব্যবহার হবে সিএনজি। আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি যে, সরকারি সব গাড়িকেই কেন সিএনজিতে কনভার্ট করা হচ্ছে না। টু স্ট্রোক ইঞ্জিন অর্থাৎ বেবী ট্যাক্সি নিষেধের পাশাপাশি ট্যাক্সিক্যাবগুলোও বাধ্যতামূলক সিএনজি করিয়ে ভাড়া কমানোর উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এমনি সিএনজিতে কনভার্ট করতে পারলে দেখা যায় বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব।

২০০০ : অনেক পত্র-পত্রিকায় গ্যাসের মজুদ নিয়ে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলছেন, ৫০,৭০ টিসিএফটি আবার কেউ কেউ বলছেন গ্যাস দেশের ওপর ভাসছে...

নূরউদ্দীন : আসলে এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ দিয়ে। আমাদের কমিটির ফলাফলে আমরা ডিমান্ড প্রজেকশন, মজুদের পাশাপাশি অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণের কথাও উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আমেরিকানদের তথ্যকেই বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি। এই টিমের সঙ্গে অবশ্য বাংলাদেশী লোকরাও কাজ করেছেন। আমি যে পরিসংখ্যানটির কথা বলছি তা হচ্ছে ইউএস জিএস ২০০১। এভাবে প্রাপ্ত একটি জরিপে দেখা গেছে, অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ ৯ টিসিএফ। কিন্তু অনাবিষ্কৃত পরিমাণটি তখনোই আবিষ্কৃতির সঙ্গে যোগ দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। যা অনেকগুলো বিদেশী প্রতিষ্ঠান করছে এবং অনর্থক figure বড় করছে। এ প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে ইউনিকলের অনেক বাক-বিতন্ডাও হয়েছে।

২০০০ : গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

নূরউদ্দীন : এ ব্যাপারে আসলে কোনো প্রকার সাজেশন দেবার কথা আমাদের রিপোর্টে নেই। তবে দেশে আছে ১১.৫ থেকে ১৫ টিসিএফ আর আমাদের ২০৫০ সাল নাগাদ লাগতে পারে ৬০-১২০ টিসিএফ। সেক্ষেত্রে জাতিই সিদ্ধান্ত নেবে গ্যাসের রপ্তানি করা কতোটা যুক্তিযুক্ত। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে এটা একটা জাতীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর এর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও জড়িত। তাই বিরোধী দলসহ পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমেই এর সিদ্ধান্ত হতে হবে।

২০০০ : আপনি কি মনে করেন এই রিপোর্ট তৈরির সময় বাইরের কোনো প্রভাব ছিলো আপনার কমিটির সদস্যদের ওপর।

নূরউদ্দীন : সবার কথা তো বলতে পারছি না, তবে আমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত যে আমার সঙ্গে কোনো তেল কোম্পানির কোনো যোগাযোগ হয়নি। আমার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অবশ্য পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশের আগেই অনেকে অনেক কথা বলছেন। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা যে রিপোর্টটি তৈরি করেছি এতে কারোরই কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে এক্ষেত্রে তৃতীয় কারো প্রভাব ছিলো না।

২০০০ : যেসব জায়গায় কূপ বন্ধ হয়ে গেছে তা থেকে কি আর কোনো উত্তোলনের সম্ভাবনা আছে?

নূরউদ্দীন : ছাতক, ফেনি, কামতা এখানে আমাদের গ্যাস সাসপেন্ড আছে, আর একটি কানাডিয়ান কোম্পানি নিকো বলছে তারা গ্যাস উত্তোলন করতে পারবে। টেকনোলজির উন্নতির ফলে তা হয়তো সম্ভব।

২০০০ : একটি ফিল্ড তো মামলায় জেতার পরও সরকার বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিয়েছে?

নূরউদ্দীন : আমার নিজের কাছেও অবাক লাগে জালালাবাদ গ্যাস আমরা কেন উত্তোলন করতে পারলাম না। এক্ষেত্রে সরকার অর্থাৎ পেট্রোবাংলা আর মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবে পেট্রোবাংলা কর্পোরেশন হলেও আসলে তার অটোনোমাস বডি হিসেবে চলছে না।

২০০০ : অনেকে মনে করছেন রিপোর্টে তৈরিতে প্রয়োজনের তুলনার সময় বেশি লেগে গেছে।

নূরউদ্দীন : আমি তো মনে করি তা হয়নি। আমরা মোট ১৭টি মিটিং করেছি এবং ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্টের কাজ শেষ করেছি। এ রিপোর্ট তৈরিতে অনেক তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে আর তাতে সময় তো লাগবেই। তবে রিপোর্ট চলাকালীন সময়ে জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির জিওলজিক্যাল সোসাইটির একটি মিটিংয়ে একজন কমিটি সদস্য অপ্রকাশিত অনেক তথ্যই বলেছিলেন যা নীতিগতভাবে অবশ্যই অনুচিত ছিলো।

২০০০ : দেশে গ্যাসের মান সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন।

নূরউদ্দীন : আমাদের দেশের গ্যাসে ক্ষতিকারক সালফার নেই যা পরিবেশ দূষণ করে। তাই সহজেই কূপ থেকে উত্তোলনের পর পরই এর ব্যবহার সম্ভব। অপরদিকে দেশ খুব ছোট বলে কোনো বুস্টার স্টেশন ছাড়াই গ্যাস সরবরাহ করাও সম্ভব হচ্ছে।

প্রতিদিন ৫শ' মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস রপ্তানির জন্য পাইপ লাইন বাবদ ১.৭ বিলিয়ন ডলার তারা বিনিয়োগ করবে। এর ফলে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

প্রফেসর নুরুল ইসলাম তার জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি প্রণয়নের সময় মূল্যায়ন করা হয় যে দেশের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস (১০.৪৪ টিসিএফ) দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা মেটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১. ২০০০ সাল থেকে শুরু করে দেশে গ্যাস উত্তোলনের গড় দৈনিক মাত্র ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুটে সীমিত রাখা। ২. ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে হাইড্রোকার্বন অন্বেষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি ও ১৯৯৬ সালে ঘোষিত জাতীয় জ্বালানি নীতিতে গ্যাস রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই। এটা জেনেও প্রথম রাউন্ড অব নেগোসিয়েশনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য পিএসসি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৫ সালে এই চুক্তির আওতায় দুটি কোম্পানি বাংলাদেশে তিনটি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পর গ্যাস রপ্তানির পক্ষে ইউনোক্যাল যেমন প্রচার-প্রচারণা চালাতে থাকে তেমনি দেশের ভেতর থেকে গ্যাস রপ্তানির বিরোধিতাও বাড়তে থাকে। এজন্য জাতীয় তেল গ্যাস রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। সম্প্রতি দেশীয় ভূ-তত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, সাবেক আমলাসহ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে তেল গ্যাস বিষয়ক নাগরিক কমিটি করা গঠন হয়। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ হোসেন মনসুর সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পিএসসিতে পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই। পিএসসি যখন স্বাক্ষর হয় তখন দু'পক্ষের আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতেই হয়েছিল। সুতরাং ইউনোক্যাল কোনোভাবেই পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দিতে পারে না। পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানি করতে হলে পিএসসি'র ধারা বদলাতে হবে। তারা গ্যাস ভারতে পাঠাতে চায় ভারতের শিল্প কলকারখানার উন্নতির জন্য। পিএসসি স্বাক্ষর করার কয়েক বছরের মধ্যে তারা এ প্রস্তাব দেয়ার সাহস পায় কোথা থেকে? ইউনোক্যালের আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ড থেকে এক ঘনফুট গ্যাসও তারা ন্যাশনাল গ্রিডে দেয়নি। বাংলাদেশের মাটির নিচের সকল সম্পদের মালিক সংবিধান অনুসারে এদেশের জনগণ। এ দেশের সম্পদ তাদের আবিষ্কার করতে দেয়া হয়েছে কি ভারতের চাহিদা মেটানোর জন্য।'

২০০১ সালে দিল্লি ইউনোক্যাল ভারত সরকারের সঙ্গে মেমোরেন্ডাম চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশের গ্যাসের ব্যাপারে। বিষয়টি পত্র/পত্রিকায় প্রকাশ হলে সারাদেশে আলোচনার ঝড় ওঠে। এ ব্যাপারে তখন ইউনোক্যাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টার সাংবাদিকদের জানায় চুক্তি করেছে দিল্লি-ইউনোক্যাল এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। এ ঘটনার

কিছুদিন পর ইউনোক্যাল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট স্কট বারবার পাইপ লাইনে ভারতে গ্যাস রপ্তানির একটি প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় দাখিল করে। জানা যায়, তৎককালীন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ডঃ হোসেন মনসুর স্কট বারবারের প্রস্তাব শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং স্কট বারবারকে ভারতের দালাল বলে গালি দিয়ে তার রুম থেকে বের করে দেন। এরপরও তারা বসে থাকেনি। কথায় আছে আমেরিকান কোম্পানি যেখানে যায় সঙ্গে আমেরিকার সরকার সেখানে যায়। ইউনোক্যাল আমেরিকান কোম্পানি হওয়ায় গ্যাস রপ্তানির পক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা প্রচারণা চালাতে থাকে। গ্যাস রপ্তানি করতে না দিলে গার্মেন্টসের বিশেষ কোটা বাংলাদেশ পাবে না বলেও এক সময় খবর জানা যায়। পরে অবশ্য মেরি এ্যান পিটার্স ঢাকায় সাংবাদিকদের জানান যে গ্যাসের সঙ্গে গার্মেন্টসের কোটার কোনো সম্পর্ক নেই।

গ্যাস রপ্তানি প্রসঙ্গ এখন জাতীয় ইস্যু। গ্যাসের ব্যাপারে সরকার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো পিএসসি মেনে চললে সরকারকে গ্যাসের ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন নেই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন ৫০ বছরের রিজার্ভ রেখে তারপর গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এক সময় ৫০ বছরের রিজার্ভ রেখে গ্যাস রপ্তানির কথা বিবেচনার কথা বলেছিলেন। গত ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়ার সরকার শপথ নেয়ার রাতেই অর্থমন্ত্রী বিবিসিকে বলেন, 'গ্যাসের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাটির নিচে সম্পদ রেখে লাভ কি।' এ জাতীয় কথাবার্তায় গ্যাস রপ্তানির পক্ষের লোকজন অতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বিশেষজ্ঞদের অনেকের ধারণা এই সরকার গ্যাস রপ্তানির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কোনো ঘোষণা বা মন্তব্য করেননি।

গ্যাস রপ্তানি করে দেশ আদৌ লাভবান হবে কি না? সে বিষয়েও দেশের অর্থনীতিবিদদের যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। গ্যাস রপ্তানি বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ বদরুল ইমাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পাইপ লাইনে বিবিয়ানা থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করলে শুধু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই নয়, আমার ধারণা আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ও ডেকে আনা হবে। বিবিয়ানায় প্রমাণিত রিজার্ভ ১.২, সম্ভাব্য রিজার্ভ ১.২ টিসিএফ। ৩০ ইঞ্চি পাইপ লাইন দিল্লি পর্যন্ত নেয়া বিলিয়ন ডলারের ব্যাপার। প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস রপ্তানি হলে ২০ বছরে প্রয়োজন হয় ৩.৭ টিসিএফ। অতিরিক্ত গ্যাস কোথা থেকে আসবে? পাইপ লাইন মানেই ভারত এক সময় চুক্তির অন্য গ্যাসও পেতে চাইবে এবং চুক্তি অনুযায়ী আপনি দিতেও বাধ্য থাকবেন।'

এ অবস্থায় গ্যাসের রপ্তানির সম্ভাব্যতা বাদ দিয়ে ইউনোক্যালকে এখনই থামানো উচিত। সরকার যদি গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ইউনোক্যালকে পিএসসি চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য করায় তাতে শুধু সরকারের নয়, দেশের তথা জনগণের লাভ।

গ্যাস নিয়ে তথ্য বিকৃতি, উদ্দেশ্য রপ্তানি

গ্যাস রপ্তানি নিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর যেমন আগ্রহ আছে তেমনি তেল কোম্পানির এদেশীয় এজেন্টদের আগ্রহও কম নয়। গ্যাস রপ্তানিতে সরকারকে বাধ্য করার পাশাপাশি তথ্য বিকৃতি, ভুল তথ্য উপস্থাপন করেও দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ইউনোক্যাল তো আগাগোড়াই ভুল তথ্য পরিবেশন করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশী কোনো বিশেষজ্ঞই এখন পর্যন্ত বলেননি যে দেশে প্রচুর গ্যাস রয়েছে। ইউনোক্যাল দাবি করে বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস রয়েছে। তারা দাবি করছে বাংলাদেশে ৩৪.২ থেকে ৫১.৫ টিসিএফ গ্যাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইউনোক্যালের দাবি সম্পর্কে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো, প্রমাণিত রিজার্ভের বাইরের কোনো কিছুই সন্দেহাতীত নয়। ডঃ বদরুল ইমাম বলেন, 'ইউনোক্যাল যেভাবে গ্যাসের পরিমাণ দেখাচ্ছে এটা বিভ্রান্তিমূলক। তারা গ্যাস রিজার্ভের সঙ্গে অনাবিষ্কৃত গ্যাস রিসোর্স ও গ্যাস গ্রোথ যোগ দিয়ে একটা বড় সংখ্যা বার করে দেশের বর্তমান গ্যাস ব্যবহার মাত্রাকে ভাগ দিয়ে দেখাচ্ছে দেশে ১৭০ বছরের গ্যাস সরবরাহ সম্ভব। এটা নেহাৎই জালিয়াতি। দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্যাস রিজার্ভ ও গ্যাস রিসোর্স এই কারিগরি শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝে না। আর এ সুযোগ নিয়েই ইউনোক্যাল তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালিয়েছে। এটা কি চৌর্যবৃত্তি নয়? বোঝানোর চেষ্টা করছে তোমাদের এত গ্যাস আছে, অতএব রপ্তানি করলে কোনো সমস্যা নেই।' তেল কোম্পানির পাশাপাশি অনেক বাংলাদেশী কর্মকর্তাও দাবি করেন বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ও জ্বালানি সচিব সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভোলা, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চল জুড়ে গ্যাসের যে আধার রয়েছে তার পরিমাণ ৮০ টিসিএফ। যা তখন আবিষ্কৃত মজুদের আটগুণ। দ্বিতীয় রাউন্ড বিডিং-এর আলোচনা শুরুর সময় তৎকালীন জ্বালানিমন্ত্রী লে. জে নুরুদ্দিনও সাংবাদিকদের কাছে ৮০ টিসিএফ গ্যাস মজুদ আছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অবসরপ্রাপ্ত সচিব ফারুক সোহবান ১০ মার্চ ২০০০ দৈনিক ভোরের কাগজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ৩০ টিসিএফ গ্যাস পাওয়া গেছে। গ্যাস কোম্পানি ও উত্তোলনকারীরা আভাস দিয়েছে যে বাংলাদেশে গ্যাসের পরিমাণ ১০০ টিসিএফ হতে পারে। যা দিয়ে বাংলাদেশের ২শ' বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। বাংলাদেশের গ্যাসের সবচেয়ে বড় মার্কেট হবে ভারত। এই সাবেক সচিবের মতে, বাংলাদেশ Low Economic দেশ থেকে Middle Economic দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। বর্তমান জ্বালানিমন্ত্রীও সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশে অনেক গ্যাস আছে। তা না হলে বিদেশের এত বড় কোম্পানি বিনিয়োগ করতে আসতো না। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে, তারা কোনো কিছু না জেনে গ্যাস নিয়ে মন্তব্য করেছেন এর আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। শুধু আইওসি নয়, বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ বড় বড় দাতা সংস্থাগুলো গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে পরামর্শ বা চাপ দিচ্ছে। আর তেল কোম্পানিগুলো তাদের পোষ্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে পুরো জাতিকে বিভ্রান্ত করছে।

ভারতে পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

যারা গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দেন তারা খুব সরল একটা ব্যাখ্যা দেন যে গ্যাস রপ্তানি করলেই বাংলাদেশ ধনী দেশে রূপান্তরিত হবে। বিষয় অনেকটা স্বপ্নে লাখ টাকা পাওয়ার মত সরল। বিবিয়ানা থেকে দিল্লি পর্যন্ত পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য হবে ১৩০০ কিলোমিটার। গ্যাস রপ্তানির পক্ষের বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখন পুরো গ্যাস রপ্তানির জায়গা থেকে সরে এসে বলছেন লিমিটেড গ্যাস রপ্তানির কথা। অর্থাৎ বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানি করতে দিলেই তারা খুশি। ৩০ ইঞ্চি পাইপ লাইন দিয়ে প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস রপ্তানি করলে ২০ বছরে প্রয়োজন হবে ৩.৬৫ টিসিএফ গ্যাস। ইউনোক্যালের হিসাব মতে বিবিয়ানার প্রমাণিত রিজার্ভ ২.৪ টিসিএফ। প্রশ্ন হলো বাকি গ্যাস কোথা থেকে আসবে? বাকি গ্যাস কি অন্য কোনো গ্যাস ফিল্ড থেকে দিতে হবে? ভারতে পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানি হবে প্রসঙ্গে সাবেক পিডিবি'র চেয়ারম্যান নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এখন আমরা আইওসি'র কাছ থেকে ১ হাজার কিউবিক ফিট গ্যাস কিনছি ২.৯ ডলার করে। ধরে নেয়া যায় তারা ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রি করবে ৩ ডলারে। এই হিসাব ধরে ৩.৬ টিসিএফ গ্যাসের দাম আসে ১০.৯ বিলিয়ন ডলার। কস্ট রিকভারি ও অন্যান্য বিষয়ে তারা ৯০০ মিলিয়ন ডলার কেটে নিলেও ১০ বিলিয়ন ডলার থাকে। এখন শেয়ার যদি ৫০/৫০ ধরা হয় তবুও তো বাংলাদেশের পাবার কথা ৫ বিলিয়ন ডলার। এটা এবসুলিউট কোনো হিসাব নয়। তাদের

মতে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার আয় হবার কথা তাদের হিসাব মতোই আমরা হিসাব করে দেখছি না আয় তো আরও বেশি হওয়ার কথা। কথাগুলো বলছি একারণে যে তারা তথ্যে বিকৃত ঘটাচ্ছে। তারা কোথাও বলছে না ৫শ' মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস প্রতিদিন রপ্তানি করলে ২০ বছরে অতিরিক্ত যে ১.২ টিসিএফ গ্যাস কোথা থেকে আসবে? তারা মিথ্যা কথা বলছে। তারা সদরঘাটের গামছা ব্যবসায়ীদের মতো রাতারাতি টাকা তুলে নিতে চাচ্ছে।' এটা গেল একটা দিক। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১শ' কোটি ডলার। বাংলাদেশ থেকে দিল্লি পর্যন্ত গ্যাস লাইন যাওয়ার অর্থ হলো ভারত বাংলাদেশের গ্যাসের ওপর নির্ভর করে তাদের শিল্পের বিকাশ ঘটাবে। ভারতে প্রচুর জ্বালানি ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে গ্যাস গেলে ভারত এই গ্যাসের ওপর নির্ভর করে সার, বিদ্যুৎ স্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বানাবে। প্রশ্ন হলো ভারত সরকার কি এসব শিল্প শুধুমাত্র ২০ বছরের জন্য বানাবে? উত্তর হলো নিশ্চয়ই না। এখন গ্যাস দেয়া একবার শুরু হলে বাংলাদেশ সরকারের কি এই ক্ষমতা আছে ২০ বছর পর গ্যাসের বাটন বন্ধ করে দেবে? উত্তর হলো না। ডঃ বদরুল ইমাম বলেন, 'পাইপ লাইনে গ্যাস একবার যাওয়া শুরু করলে তা থামানো কঠিন হবে। বিবিয়ানা শেষ হওয়ার পরে তারা আরও গ্যাস চাইবে। এখন আপনি বিদেশী চাপে গ্যাস দেওয়া শুরু করবেন আর তখন আপনি বিদেশী চাপে গ্যাস দেয়া চালিয়েই যাবেন। এতে করে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনা হবে। বাংলাদেশ পিএসসি করেই চাপ সামলাতে পারছে না। ভারতের মতো এতবড় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপ ট্যাকল করবে কিভাবে?' ডঃ হোসেন মনসুর বলেন, 'ভারত আজকে বন্ধু রাষ্ট্র হলেও আগামীতে থাকবে না। কারণ সার, বিদ্যুৎ স্টেশনগুলো একবার চালু হলে তা সারাজীবন চলতেই থাকে। বাংলাদেশের গ্যাসের ওপর নির্ভর করে যদি তাদের শিল্পের বিকাশ হয় আর এক সময় আপনি যদি গ্যাসের 'বাটন' বন্ধ করে দেন তাহলে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ভারত নিজে বাঁচার জন্যই আপনার সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে পারে। আমি বলছি সবই সম্ভাবনা। কিন্তু তেল গ্যাসের রাজনীতিতে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা কিন্তু একদম কম নয়। তাই ভারতে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের অনুকূলে আসবে না।' বাংলাদেশের একটি পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির চেয়ারম্যান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভারতে গ্যাস রপ্তানি করে আর্থিকভাবে লাভবান হবার সুযোগ খুব কম। প্রতিবেশী বড় রাষ্ট্র সব সময় ছোট ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বাড়তি সুযোগ নেয়। এটা মনে করার কারণ নেই আপনি গ্যাস দিলেই টাকা পাবেন। ভারতে গ্যাস রপ্তানির চেয়ে গ্যাসের ভ্যালুএডেড প্রোডাক্ট রপ্তানি করা যেতে পারে। বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানি হয়ে গেলে

'পিএসসিতে পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই। পিএসসি যখন স্বাক্ষর হয় তখন দু'পক্ষের আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতেই হয়েছিল। সুতরাং ইউনোক্যাল কোনোভাবেই পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দিতে পারে না

ড. হোসেন মনসুর
সাবেক চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

ইউনোক্যাল একদিন গুডবাই বলতে পারে। তখন কি করবো আমরা? অক্সিডেন্টাল এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেলো, কি করতে পেরেছি আমরা? তেল কোম্পানিগুলোর চরিত্রই এমন। তাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে আপনাকে ছুড়ে ফেলবে। আফগানিস্তানে নির্বিঘ্নে পাইপ লাইন বসানোর জন্য ইউনোক্যাল তালেবানদের ফান্ড করেছে। এক সময় আমেরিকা সেখানে টন টন বোমা ফেলেছে। এই হলো আমেরিকা আর তেল কোম্পানির চরিত্র।' বার্মাতেও পাইপ লাইন বসাতে গিয়ে ইউনোক্যাল মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পাইপ লাইনে লিমিটেড গ্যাস রপ্তানির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রফেসর ডঃ নুরুল ইসলাম বলেন, 'এটা একটা ননসেন্স বাক্য। রপ্তানি তো রপ্তানিই। তার আবার লিমিটেড কি? পিএসসি অনুযায়ী সরকার সবাইকে সমান অধিকার দেবে। সরকার যদি স্বাক্ষরিত পিএসসির শর্ত পরিবর্তন করে একবার ইউনোক্যালকে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি দেয় তবে ভবিষ্যতে পিএসসির শর্ত অনুসারে অন্যান্য আইওসিকেও পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ দিতে হবে। দেশে এমনিতেই গ্যাস সঙ্কট হবে– আর সবগুলো আইওসি এই সুযোগ নেয় তাহলে দেশের অবস্থা হবে ভয়াবহ। সেক্ষেত্রে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করলেও দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস পাবে না।'

অন্যদিকে বিবিয়ানার রিজার্ভ নিয়ে এক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ বিবিয়ানায় একটি কূপ খনন করে ইউনোক্যাল গ্যাস আবিষ্কার করলে প্রথমে তারা বিবিয়ানার ৬.৬ টিসিএফ রিজার্ভের ঘোষণা দেয়। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলা আপত্তি জানালে পরে দু'পক্ষের সম্মতিতে আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানি ডিগলিয়ার এন্ড ম্যাকনটন বিবিয়ানায় সার্ভে চালায়। তারা তাদের রিপোর্টে বিবিয়ানার রিজার্ভ কতটা উল্লেখ করেছিল সেটা জানা যায়নি। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলা বা ইউনোক্যালও কখনো জনসমক্ষে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন বিবিয়ানায় প্রুভেন রিজার্ভ ১.৪ টিসিএফ এবং প্রুভেন যোগ প্রবাবল রিজার্ভ ২.৪ টিসিএফ। এখন ইউনোক্যাল বলছে বিবিয়ানার রিজার্ভ ২.৪ টিসিএফ। তাহলে প্রশ্ন আসছে প্রথমে কেন তারা বলেছিল রিজার্ভ ৬.৬ টিসিএফ? একজন বিশেষজ্ঞ ২০০০কে বলেন, 'বিষয়টা এমনও হতে পারে রপ্তানির জন্যই তারা এখন দাবি করছে ২.৪। বাকিটা হয়তো তারা গোপনে পকেটে পুরবে।' এই ধারণাকে বিশেষজ্ঞরা না মানলেও তেল কোম্পানিকে অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না।

গ্যাস রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়

গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের জনগণের সামনে সবচেয়ে বড় টোপ হলো, গ্যাস রপ্তানি হলে দেশের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় হবে। দেশের দরিদ্র মানুষ রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে। যারা একথা বলেন, তারা একবারও বলেন না যে কত গ্যাস বেচলে কত মিলিয়ন ডলার আয় হবে? কতদিন ধরে বেচতে হবে? ইউনোক্যাল ২০ হাজার কোটি টাকার প্রেসক্রিপশন দেয়। কিন্তু তারা কখনো বলেন না যে এই টাকা কিভাবে পাবে বাংলাদেশ? অর্থনীতিবিদরা বলেন এখনকার ২০ হাজার কোটি টাকা ২০ বছর পরে ৫ হাজার কোটি টাকার সমান হবে। অর্থাৎ গ্যাস রপ্তানি করলে ২০ হাজার কোটি টাকা কি ২০ বছরের পরের টাকার মানে সমান হবে?

আবার অনেকে বলেন, গ্যাস রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হতে পারবে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম বলেন, 'তারা একথা স্পষ্ট করে বলেন না গ্যাস রপ্তানির মোট আয় থেকে বাংলাদেশ নীট কত টাকা পাবে? সে টাকা দিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে ১৯৯৮ সালে মাথাপিছু আয় ৩৫০ ডলার থেকে মধ্যম আয়ের দেশের গড় মাথাপিছু আয়ে (মধ্যম আয়ের দেশের মাথাপিছু আয় ৭১৬ ডলার থেকে ৯,৩৬০) উন্নীত করবে?' এক হাজার ঘনফুটের গ্যাসের মূল্য ৩ ডলার ধরে প্রতিদিন ১ হাজার এমসিএফ গ্যাস রপ্তানি করে বছরে আয় হবে ১ হাজার ৯৫ মিলিয়ন ডলার। পিএসসি অনুযায়ী কস্ট রিকভারির সময়ে সরকার যদি

গ্রস আয়ের ৩০ শতাংশ পায় তবে বাৎসরিক নীট আয় হবে ৩২৮.৫ মিলিয়ন ডলার আর যদি ৪০% হয় তবে নীট আয় হবে ৪৩৮ মিলিয়ন ডলার।

১৯৯৮ সালের মাথাপিছু গড় জিএনপি হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ছিল নিম্ন আয় শ্রেণীভুক্ত। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত জিএনপি হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্ন আয়ের দেশ। ১৯৯৭ সালে মাথাপিছু জিএনপি ছিলো ৯০ ডলার। এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৩৫০ ডলারে দাঁড়ায়। ড. নুরুল ইসলাম বলেন, 'নাইজেরিয়া ওপেকভুক্ত দেশ হিসেবে ক্রমাগত তেল রপ্তানি করে ১৯৭৭-৮১ সালে তাদের মাথাপিছু জিএনপি হঠাৎ করে ৪২০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭০ ডলারে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৮১ সাল থেকে তাদের মাথাপিছু জিএনপি কমতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো তাদের মাথাপিছু জিএনপি ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ১৯৯৮ সালে ৩শ' ডলারেরও নিচে নেমে যায়।' বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুসারে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে ইন্দোনেশিয়া মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দলে অবস্থান করছিলো। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা সব সময় পেট্রোলিয়াম আমদানিনির্ভর দেশ। গত ১৫-২০ বছর ধরে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কায় ১৯৭৭ সালের মাথাপিছু ২শ' ডলার জিএনপি ১৯৯৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৮১০ ডলারে। থাইল্যান্ড পেট্রোলিয়াম আমদানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বছর ধরে বিশ্বে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে অবস্থান করছে। এ আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একটি নিম্ন আয়ের দেশের পক্ষে শুধু নন, রিনিউয়েবল জ্বালানি (তেল ও গ্যাস) রপ্তানি করে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যারা ভাবছেন গ্যাস রপ্তানি করে ২০২০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হবে বাংলাদেশ এটা কাল্পনিক প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সামনে নাইজেরিয়া একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। নাইজেরিয়া পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে গরিব হয়েছে। বাংলাদেশ নাইজেরিয়াকে উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে জ্বালানি ব্যবহারের সূচক ছিলো ৩ ডলার/পার কেজিওই (Killogram oil equavalent) ও ১.৭ ডলার/ কেজিওই। তাপানুপাতিক হিসেবে ১ হাজার ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ২৩.২ কেজিওইর সমান। উন্নয়ন কর্মকান্ডে যথাযথভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার নিশ্চিত হলে তাপানুপাতিক হিসাবে প্রতি ১ হাজার ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবতা ৩৯.৪৪ ডলার। প্রতি এক হাজার ঘনফুট গ্যাস রপ্তানি করে ৩ ডলার পাওয়া গেলে গ্যাস ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধির

এভাবেই সাধারণ মানুষের জমি নষ্ট করে পাইপ লাইন বসবে

সম্ভাবনা থাকে ১৩ গুণ। বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে বর্তমানের তুলনায় অতিরিক্ত ১.৪০ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ৪২৫ ডলার। এ অবস্থায় গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৭৭৫ ডলারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যারা তেল-গ্যাস রপ্তানি করেছে তাদের তুলনায় যে সকল দেশ জ্বালানি আমদানি করেছে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিধারা সন্তোষজনক ছিলো। মোট কথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে জ্বালানি রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার চেয়ে জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা অনেক অনেক গুণ বেশি। অতএব যারা গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দিচ্ছেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কাল্পনিক প্রলোভন দেখাচ্ছেন তারা যে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন এটাই সত্য। তারা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করতে চায় এ বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এ কাজে ইউনোক্যালের ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয় মজুদ কমিটির চেয়ারম্যান ড. নূরুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'তারা সরকারকে জাস্ট ব্লাকমেইল করছে। এটা ঠিক না। ইউনোকল এটা করতে পারে না। তারা আমাদের মিসলিড করছে। গ্যাস রপ্তানি আমাদের জন্য কোনোভাবেই ওয়াইজ হবে না। গ্যাস রপ্তানি না করে ব্যবহার করলেই আমরা লাভবান হবো।' ইদানীং ইউনোক্যাল ও তার সহযোগীরা পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন যদি এখনই ভারতে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত না নেয় তবে বাংলাদেশ গ্যাসের বাজার হারাবে। দেরি করলে ভারত বাংলাদেশের গ্যাসের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। কথাটি যে সর্বৈব মিথ্যা তার প্রমাণ মেলে ভারতের গ্যাস অথরিটির সাবেক পরিচালক Yogi R Mehta'র একটি লেখায়। ২০০১ সালের জুন মাসে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পত্রিকা রেগুলেটরিতে জনাব মেহেতা তার 'For import of natural gas in India' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ভারত দীর্ঘদিন হতে ইরান থেকে পাইপ লাইনে গ্যাস আমদানির চেষ্টা চালাচ্ছিলো। ভৌগোলিক কারণে ইরান থেকে পাইপ লাইনে গ্যাস আনতে হলে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক কারণেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। '৯০-এর দশকে ওমান থেকে সাগরতল দিয়ে গ্যাস আমদানি চিন্তা করলেও দু'বছর পরই এই প্রজেক্ট বাতিল করে ভারত সরকার। ইউনোক্যাল কর্পোরেশন ইউএসএ তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান-পাকিস্তান হয়ে গ্যাস আনার চিন্তা করলে তারা তা বাদ দিয়েছে আঞ্চলিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে। তার প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেন ভারতের হাতে এখন মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়া থেকে পাইপ লাইনে গ্যাস আমদানির কোনো প্রজেক্ট নেই। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের সামনে আর কোনো সুযোগ নেই।

তাছাড়া গ্যাস হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ সরকার বা এদেশের জনগণ বাইরে বিক্রি করবে কি না সেটা বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয়। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, আমেরিকার অযাচিত উপদেশ, ইউনোক্যালের লাগামহীন কাল্পনিক প্রচার দেশের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল। আমেরিকার নিজেরও প্রচুর গ্যাস সম্পদ রয়েছে। আমেরিকাকে কাল যদি বাংলাদেশ সরকার বলে তোমার প্রচুর সম্পদ আছে তুমি কোথাও রপ্তানি করো। আমেরিকা কি বাংলাদেশের কথা শুনবে? যুক্তরাষ্ট্রে মোট গ্যাস সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা ১৩ থেকে

১৪শ' টিসিএফ। উপকূলীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা হিসাব করলে এর পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় প্রমাণিত রিজার্ভ ১৬০-১৬৫ টিসিএফ বলে। কিন্তু মোট সম্পদের কথা বলে না। অথচ বাংলাদেশকে গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দেয়ার সময় মোট সম্ভাব্য সম্পদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে উপদেশ দেয়। এর পাশাপাশি আরেকটি কথা জোরেশোরে আলোচনা হয়, আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্য অনেক প্রযুক্তি আসতে পারে যা দিয়ে মানুষের জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। আমেরিকানরা বাংলাদেশের সরকারকে এমন বাণীও শোনান। তখন জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যাকডেটেড হয়ে পড়বে। যে কারণে বাংলাদেশের উচিত এখনই গ্যাস রপ্তানি করা। এ কথাটিও সত্য নয়। কারণ আমেরিকা নিজেদের গ্যাস না তুলে আমদানি করা জ্বালানি দিয়ে তাদের চাহিদা মেটায়। গ্যাস যদি আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে নতুন প্রযুক্তির কাছে মার খেতো তবে আমেরিকা তার গ্যাস নিশ্চয়ই মাটির নিচে ফেলে রাখতো না। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের তেলও আমদানি করতো না। আমেরিকানরা অসম্ভব ধূর্ত। তারা খুব ভালোভাবেই জানে আগামীতে গ্যাসের ব্যবহার আরও বাড়বে। এসব কথা মূলত বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের ক্ষুদ্র রিজার্ভ ভারতের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশেই বলছে। এখন পর্যন্ত তারা ভদ্রভাবে বলছে, সরকার গ্যাস রপ্তানি করতে না চাইলে এরপর ধমক দেবে। সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে, আমেরিকা বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র বলে দাবি করলেও তারা আসলে কারও বন্ধু নয়। নিজের দেশের লোকের বাণিজ্য হলেই তারা সন্তুষ্ট।

গ্যাস রপ্তানির আলোচনাটা এসেছে মূলত সরকার আইওসির পাওনা অর্থ পরিশোধ করতে না পারার কারণে। পাশাপাশি দেশকে ভাগ করে একবারে অনেকগুলো ব্লক বরাদ্দও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের ভুল নয়, আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বিবিয়ানার গ্যাস ব্যবহারের অবকাঠামো নেই বলেই ইউনোকল গ্যাস রপ্তানির পক্ষে তীব্র প্রচারণার সাহস দেখাচ্ছে। অবশ্য অবকাঠামো থাকলেও তারা এটা করতে পারতো। বিশ্বব্যাপী তেল কোম্পানিগুলোর এটাই চরিত্র। সরকারের কাছে গ্যাস কেনার মতো অর্থ নেই। আবার পিএসসিগুলোও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে বিদেশী কোম্পানিগুলোর স্বার্থই রক্ষা হয়। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটি দেখলেই বোঝা যায় পিএসসি চুক্তিতে দেশের স্বার্থ দেখা হয়নি। আইওসির টাকা পরিশোধ করা নিয়ে বুয়েটের ভিসি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা যদি আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাকে সিএনজি কনভার্ট করতে পারি তাহলে বছরে প্রায় ৫শ' মিলিয়ন ডলার বেঁচে যায়। এই টাকা দিয়ে আমরা আইওসির অর্থ শোধ করতে পারি।' সাবেক পিডিবি চেয়ারম্যান নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল বলেন, 'আমরা প্রতি বছর ৩২-৩৩ লাখ টন তেল আমদানি করি। যার মূল্য ৩২শ' কোটি টাকা। বছরে আমরা গ্যাস ব্যবহার করি ৩৬০ বিলিয়ন ঘনফুট। যার মূল্য প্রায় ৮ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্যাস না থাকলে এই পরিমাণ টাকা আমাদের জ্বালানি খাতে ব্যয় করতে হতো।' এখন তেল আমদানি করতে যে টাকা ব্যয় হয় তার অর্ধেক টাকা বাঁচাতে পারলে তা দিয়েই আইওসির বছরের পাওনা টাকা শোধ করা সম্ভব। ওয়েস্টমন্ট পাওয়ার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী তাজুল ইসলাম ফারুক বলেন, 'আমরা পরিবহন সেক্টরকে সিএনজিতে রূপান্তরিত করতে পারলে প্রতি বছর আমাদের বিলিয়ন ডলার বেঁচে যাবে। বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি।'

সবাই যে কথাটি বললেন তার অর্থ দাঁড়ায় আইওসির পাওনা পরিশোধ করতে হলে দেশের মধ্যে গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে। নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল বলেন, 'দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানির অভাব। সবগুলো পাওয়ার প্রজেক্ট চলে তেলে। পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাসভিত্তিক পাওয়ার স্টেশন করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের অনেকেই আছেন যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখেন। তাদের লেখায় বা বক্তব্যে প্রচুর পরিমাণ ভুল তথ্যের সমাবেশ ঘটে। আবার অনেকেই আছেন যারা এই সেক্টর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নন কিন্তু তারা পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন, কলাম লিখছেন। এসব জায়গায় তথ্যগত ভুল তো থাকেই পাশাপাশি তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েও তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন।

জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্যাস

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ৫ বছরের জন্য সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। যে কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যেসব বিষয় ৫ বছরের মধ্যে ফল দিতে সক্ষম সেগুলোই প্রাধান্য পায়। দীর্ঘমেয়াদকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকার ততটা যত্নবান নয়, যতোটা হওয়া উচিত। স্বল্প মেয়াদকালীন সময়ে উন্নয়ন কাজে অর্থ জোগাতে সরকার গ্যাস রপ্তানি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। এ কারণে গ্যাসের বিষয়টি সরকারের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। কেননা ভবিষ্যতের জ্বালানি চাহিদা মেটাবার জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সম্পদ নেই। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

আজকে বিশ্বব্যাংকসহ যারা বা যেসব বিশেষজ্ঞরা বন্ধু সেজে গ্যাস পাইপ লাইনে রপ্তানি করার উপদেশ দিচ্ছেন, গ্যাস শেষ হয়ে গেলে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাপ্ত সীমিত গ্যাস মজুদ রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে ২০২০ সালের পর দেশের প্রয়োজন মেটাবার মত গ্যাস থাকবে না। বাংলাদেশ নাইজেরিয়ার মতো অন্ধকারে ডুবে যাবে। যার মাশুল দেবে এদেশের জনগণ, রাজনীতিবিদরা নয়। ততদিনে হয়তো বিশ্বব্যাংক, তেল কোম্পানির অর্থে পকেট ভারী করা বিশেষজ্ঞরা আরও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবেন। তখন তাদেরকে বাংলাদেশের দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করা হলে তারা হয়তো বরাবরের মতোই বলবেন Sorry আমাদের সাজেশনে কিছুটা ভুল ছিলো, আমরা দুঃখিত। কিন্তু ততদিনে দেশের যে ক্ষতি হবে তার মূল্য দিতে হবে অনেক অনেক বছর এদেশের জনগণকে।

উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কাছে বন্দী। ড. বদরুল ইমাম বলেন, 'মহাহিসাবরক্ষক বলেছেন, ৭ বছরে দেশে ১৫ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির কারণে লস হয়েছে। এই দুর্নীতিবাজদের কোনো বিচার হয়নি। বাংলাদেশে টাকার অভাব আছে তা কিভাবে বলি? যে দেশের সরকার ২২শ' মিলিয়ন ডলার বা ১১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড বিদেশী তেল কোম্পানিকে উপঢৌকন দেয়, সে দেশে টাকার অভাব আছে আমি বিশ্বাস করি কিভাবে। গ্যাস রপ্তানির টাকা যে দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিকদের পকেটে যাবে না বা দুর্নীতির সুযোগ করে দেবে না এর কোনো গ্যারান্টি নেই। দেশের মূল্যবান সম্পদ বেচে রিজার্ভ বাড়াতে হবে এমন ধারণায় আমি বিশ্বাস করি না।' অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম তার জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, 'তেল-গ্যাস রপ্তানি করে অতি সহজে পাওয়া অর্থ কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির মাত্রা বাড়িয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়ে সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছে। বাস্তবে সে সকল দেশের মানুষ উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা পায়নি। তেল-গ্যাস রপ্তানিতে আগ্রহী বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের কাছে নাইজেরিয়া বাস্তব উদাহরণ। গ্যাস রপ্তানির প্রবক্তারা এ উদাহরণটি পছন্দ করেন না। তাদের ধারণা, বাংলাদেশে এমন হবে না। টিআইবি গত বছর বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাই বাংলাদেশে নাইজেরিয়ার মতো ঘটনা ঘটবে না এ বিষয়ে দেশের জনগণকে কিভাবে আশ্বস্ত করা যায়?' গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিতে যারা সরকারকে উৎসাহী করছে তারা বাংলাদেশকে কোন গহিন অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে বা দিতে চায়? বাস্তবতা হলো বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী চললে বাংলাদেশের রিজার্ভ দিয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। দেশে তখন কোনো গ্যাস থাকবে না। তারপর...